

জনাব আমান উল্লাহ এবং কবি নজরুলের কবিতা!!!

সাইদ কামরান মির্জা
অক্টোবর ২৯, ২০০৫
mirza.syed@gmail.com

জনাব আমান উল্লাহ আমার লেখার **Rebut** করেছেন কবি নজরুলের একটি কবিতা দিয়ে। কবি নজরুল ইসলামের নবীর নামে কবিতা লিখেছেন যাহা একান্তই তার কল্পনার ফসল মাত্র; তাহা কোনক্রমেই তথ্য নির্ভর কোন কথা নয়। কবি নজরুল তার গানের কলিতে অনেক কিছুই লিখতে পারেন যাহা কেবল একজন কবির কবিতা মাত্র। তিনি তার বাক্যের জন্য কোন কোরান-হাদিস থেকে তথ্য যোগ করেন নাই। কবি তার কবিতার ভাষায় এক ডাকাতকে সাধু বানাতে পারেন, অথবা একজন বেশ্যাকে অতি মহৎ ফেরেশতা বা সৎবা নারী বানাতে পারেন। সেটা সুধু কবিতাই বটে; সত্যঘটনা নয় নিশ্চয়। আশা করি জনাব আমান উল্লাহ সাহেব তা' বুঝতে চেষ্টা করবেন!

কবির গানে বা একজন সাহিত্যিকের রচনায় কত কিছুই লিখা যায়; কিন্তু তা' কি সত্যি হয় কখনো? মীর মোসাররফ সাহেব তার বিষাদ সিন্দুতে যে ইসলামি ইতিহাস রচনা করেছেন (যে ইতিহাস দ্বারা ছোট বেলা আমাদের প্রায় সবাইর মগজ ধোলাই হয়েছে) সেই ইতিহাসের সঙ্গে আসল ইসলামী ইতিহাসের কোন সম্পর্কই নেই। সেই ইতিহাসত জনাব মীর মোসাররফ সাহেবের কল্পনা মাত্র। ইয়াজীদকে সাম্রাট সয়তান, আর ইমাম হোসেনকে একজন ফেরেশতা রূপি মানুষ বানানো ছিল তার ইসলামে অতিভক্তি ও সাহিত্যের কেরামতি মাত্র। প্রকৃত ইতিহাস পড়লে দেখা যায় ইমাম হোসেন কোন অংশেই ইয়াজীদের চেয়ে ভাল মুসলিম ছিল না। চারিত্রিক ইতিহাস টানলে দেখা যাবে ইয়াজীদ একজন ভাল সুন্নি মুসলিম ছিলেন; আর ইমাম হোসেন চাচ্ছিলেন শিয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে। ইয়াজিদ ইমাম হোসেনকে মেরে না ফেললে আজ শিয়ারাই হত মেজরিটি আর সুন্নিরা হত মাইনরিটি, সে খবর কি আমান উল্লাহ সাহেব রাখেন? ইয়াজীদ বলতে গেলে প্রফেটিক ইসলামকে রক্ষা করেছিলেন।

ইমাম হোসেনের মাথাটির জন্য একে একে 'একটি পুরো পরিবার সীমারের তরবারীর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল' এসবই ছিল লেখকের অতিভক্তির কল্পনা মাত্র; এই গাজাখুরি গল্পের কোন ইতিহাস মোটেও খুজে পাওয়া যাবে না। একটি হাদিসও খুজে পাওয়া যাবে না এই ঘটনার সাপোর্টে।

কবি নজরুল তার কবিতাই বলেছেনঃ “অবিশ্বাসীদের ঘৃণা কর নাই” বা “মন্দির ভাঙতে আদেশ দেও নাই” বা “তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে”—এই সবকটি কথাই একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা লিখেছেন কবি। একথাগুলো কেবল যে মিথ্যা সুধু তাই নয়, কথাগুলো শুনলেও হাসি পায়। আমান উল্লাহ সাহেবদেরকে অনুরোধ করছি কোরান নামক কিতাব এবং সহি হাদিস পড়ে দেখুন এসব কথাগুলো কবি নজরুল কত মিথ্যা এবং উল্টো লিখেছিলেন। দশ বৎসরে ১০১টি যুদ্ধ করেছেন কি ফুলের মালা দিয়ে? তা’হলে লক্ষ/হাজার মানুষের প্রাণ নষ্ট হল কেন? দয়াল নবীর দু’টি পবিত্র দাঁত ভেঙ্গেছিল কি ফুলের মালার বাড়ি খেয়ে?

দয়াল নবী সুধু যে আরব বেদুঈনদের হাতে তলোয়ার তুলে দিয়েছেন তাই নয়; তার নিজের পবিত্র কোমরেও বড় দু’টি ধারালো তলোয়ার শোভা পেত এবং এইসব ভয়ঙ্কর তলোয়ার এখনো রক্ষিত আছে টার্কিতে এক মিউজিয়ামে। অসভ্য বেদুঈনগন যখন যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে তলোয়ার হাত থেকে ফেলে একটু জিরুতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহর কাছ থেকে আরও বেশি বেশি যুদ্ধে উৎসাহিত করার আয়াত এনেছিলেন পেয়ারা নবী বেদুঈনদেরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য। এবং যুদ্ধ না করলে কত ভয়ঙ্কর আজাবের শাস্তি থাকবে, এবং যুদ্ধে সহীদ হলে বেহেশতে কত মজার জিনিষ পাওয়া যাবে, তাহাও এনেছিলেন আল্লাহর কাছ থেকে। দয়া করে কোরান পড়ে যাচাই করে নিন আমার কথা!

প্রফেট মোহাম্মদ মক্কা বিজয় করে ৩৬০টি উপাস্য মূর্তি যে ভেঙ্গে চুরমার করেছিল তা’ কি ছিল আমান উল্লাহ সাহেব? ৩৬০ মূর্তি ছিল ৩৬০ টি প্যাগান ট্রাইব এর নিজ নিজ উপাস্য গড বা মন্দির। সেত শুরুতেই ৩৬০ টি মন্দির ভেঙ্গেছিল। তারপরেও আরও অনেক ইতিহাস আছে এই মসজিদ-মন্দির গুড়িয়ে দেওয়ার। দয়া করে কোরান এবং হাদিস পড়ে দেখুন— হজরত মোহাম্মদ অমুসলিমদেরকে কত বেশি ভাল বাসতেন! শত শত আয়াত পাওয়া যাবে কোরানে যাহা পরিস্কার টেস্টাম্যান্ট প্রফেট মোহাম্মদ অমুসলিমদেরকে কত ঘৃণা করতেন।

কবি নজরুল বলেছেন, “আমি তোমার বানীকে করিনি গ্রহন”। তা’হলে কবি মোহাম্মদের বানীকে গ্রহন করেন নাই কেন? কবি নজরুল ছিলেন একজন সেকুলার কবি এবং তিনি এসব গাল-গল্পে মোটেও বিশ্বাস করতেন না। তাকে যখন মোল্লারা কাফেরের ফতোয়া দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তখন তার জীবন রক্ষার্থে কিছু ইসলামী গান রচনা করে ইসলামী শাপদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। তার গান রচনা আর তার আসল বিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। সে ছিল একজন হিউম্যানিস্ট পারফেক্ট জনদরদী মানুষ যার কাছে হিন্দু-মুসলিম সবাই ছিল এক। সে বিয়েও করেছিল হিন্দু মেয়েকে এমন কি তার ছেলেমেয়েদের নাম ছিল হিন্দুয়ানী নাম। আশাকরি এবার জনাব আমান উল্লাহ বুঝবেন কে সত্যি কথা বলেছে! ধন্যবাদ।